দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মধুপুরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ভেস্তে যাচ্ছে ।। ৩০ হাজার শিশু স্কুলে যায় না

টাঙ্গাইল, ১২ই জুন (নিজস্ব সংবাদ-দাতা)।- বিদ্যালয় গৃহের জীর্ণদশা, বেঞ্চের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতার কারণে মধুপুর থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ভেস্তে যাচ্ছে। ফলে এই থানায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় ৩০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মধুপুর থানা শিক্ষা দফতরের একটি সূত্র জানান, এই থানায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী অর্থাৎ ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। এর শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৩০ হাজার শিশু থানার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। বাকিরা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সূত্রে বলা হয়, অবশ্য থানা শিক্ষা দফতরের কর্মকর্তারা ভর্তির সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার বাড়িয়ে জরিপের নাম করে ৫০ হাজার দেখিয়েছেন কাগজে-কলমে। সূত্রে শিশু জরিপ রিপোর্টকে ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রকৃত তথ্যের সাথে সঙ্গতিহীন বলে উল্লেখ করা হয়।

সূত্রে বলা হয়, মধুপুর থানার ধনবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু তাদের বসার মত জায়গা নেই বিদ্যালয়গৃহে। নেই প্রয়োজনীয় বেঞ্চ। বিদ্যালয়ের মূল ভবনের তাদের একাংশ ভেঙে গেছে। বাকি অংশ যেকোন সময় ভেঙে পড়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেননি। মালাউড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিনের ঘর পড়ে গেছে এক বছর যাবত। কিন্তু মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ঝড়ে উড়ে গেছে আড়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের টিনের চাল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ গৃহ মেরামতের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সূত্রে বলা হয়, মধুপুর থানার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা কম। প্রয়োজনের তুলনায় নেই চেয়ার-বেঞ্চ, আসবাবপত্র।